সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বানে

সংবাদ সম্মেলন

(২১ মার্চ ২০১৫)

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

গত ১৮ মার্চ ২০১৫ নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২৮ এপ্রিল ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ, যাচাই-বাছাই ১ ও ২ এপ্রিল এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল ধার্য করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এই নির্বাচন ঢাকা ও চট্টগ্রামবাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দীর্ঘদিন ধরেই ঢাকা সিটি করপোরেশন দুটিতে নির্বাচন না হওয়ায় এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না থাকায় নাগরিকরা বিভিন্ন সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে শিগগিরই চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে এবং জুলাই মাসের মধ্যেই এ নির্বাচন করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

আপনাদের অনেকেই অবগত আছেন যে, অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের (ডিসিসি) সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০২ সালের এপ্রিলে। ২০০৭ সালের ১৫ মে মেয়াদ শেষ হলেও বিগত কোনো সরকারই ডিসিসির নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। মহাজোট সরকার ২০১১ সালের ৩০ নভেম্বর ডিসিসিকে ভেঙে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে বিভক্ত করে। এরপর ২০১২ সালের ২৪ মে তারিখে ওই দুই সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তফসিল ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইনের কয়েকটি ধারা বাস্তবায়ন না করায় ওই সময় 'হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন বন্ধ রাখার দাবি জানিয়ে হাইকোর্টে একটি রিট করে। শুনানি শেষে ওই বছরের ১৬ এপ্রিল হাইকোর্ট দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনের কার্যক্রম তিন মাসের জন্য স্থগিত করে রুল জারি করেন। এর পাশাপাশি হাইকোর্ট নির্বাচনের তিন মাস আগে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার এবং নির্বাচনের আগে ওয়ার্ডের সীমানা পুনঃনির্ধারণের আদেশ দেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ১৩ মে উচ্চ আদালত ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। উচ্চ আদালত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি সরকার। পরে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন ২০০৯-এ নতুন বা বিভক্ত সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে প্রশাসক নিয়োগের বিধান করা হয়। আইনে প্রশাসকের মেয়াদকাল ছয় মাস নির্ধারণ করে দেয়া হলেও দুই বছরের বেশি সময় ধরে প্রশাসক দিয়েই চলছে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন। প্রসঙ্গত, *কুদরত-ই-ইলাহী বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যদি সরকারি কর্মকর্তা বা তাদের তল্পিবহদের (Henchman) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়, তাহলে এগুলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়।

আশার কথা যে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর পক্ষ থেকে আশা করি, তফসিল ঘোষিত হওয়া তিনটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে, যার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। স্বাগত জানালেও এ নির্বাচন নিয়ে আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন রয়েছে। রয়েছে কিছু উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা।

আমাদের প্রথম প্রশ্নটি ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা নিয়ে। নির্বাচন কমিশন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ভোটার সংখ্যা ২৩ লাখ ৪৯ হাজার ৩১৩ জন এবং ঢাকা দক্ষিণের ভোটার সংখ্যা ১৮ লাখ ৭০ হাজার ৩৬৩ জন। অন্যদিকে ঢাকা উত্তরের ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৬টি এবং ঢাকা দক্ষিণের ওয়ার্ড সংখ্যা ৫৭টি। ঢাকা উত্তরের ভোটার সংখ্যা দক্ষিণের চেয়ে প্রায় পাঁচ লাখ বেশি হলেও দক্ষিণের ওয়ার্ড সংখ্যা ২১টি বেশি। ভোটার সংখ্যার সঙ্গে ওয়ার্ড সংখ্যার এ বিরাট অসঙ্গতি কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়।

আরেকটি অসঙ্গতি হলো– ঢাকার দুই সিটিতে ওয়ার্ডভিত্তিক ভোটার সংখ্যায় ব্যাপক তারতম্য। উদাহরণস্বরূপ, গত ২৮ জানুয়ারি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের (পল্লবী) ভোটার সংখ্যা ১ লাখ ১৫ হাজার ৫৩৬ জন। পক্ষান্তরে একই সিটির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের (মোহাম্মদপুর) ভোটার মাত্র ৩১ হাজার ৭৭৭ জন। একইভাবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ধানমণ্ডি থানাধীন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা ৭৫ হাজার ১৭৫ জন হলেও কোতোয়ালি থানাধীন ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা মাত্র ১২ হাজার ৯৬ জন (*সমকাল*, ১৮ মার্চ ২০১৫)।

নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি মানদণ্ড – প্রশাসনিক সুবিধা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং ভোটার সংখ্যা – ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শহরাঞ্চলে সাধারণত প্রশাসনিক সুবিধা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতায় তারতম্য থাকে না, তাই ভোটার সংখ্যায় যথাসম্ভব সমতাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। মোট ভোটার সংখ্যা, ওয়ার্ড সংখ্যা ও ওয়ার্ডভিত্তিক ভোটার সংখ্যার সঙ্গে প্রতিনিধিত্বশীলতার প্রশ্ন জড়িত। আর গণতন্ত্রের মূলকথাই হলো প্রতিনিধিত্বশীলতা। তাই কোন যুক্তিতে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ডসংখ্যা নির্ধারণ এবং ওয়ার্ডের সীমানা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে ভোটারদের সম-প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। তবে এ ধরণের তুঘলকি সিদ্ধান্তের কারণে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীলতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্নের উদ্রেক না করে পারে না।

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা নিয়েও অনেকের মনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা রয়েছে। ১ মার্চ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জুন/জুলাই মাসের মধ্যেই এই তিনটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। এরপর হঠাৎ করেই ২৮ এপ্রিল নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে তফসিল ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে পেট্রোল বোমা হামলা ও বিচার বহির্ভূত হত্যাসহ নানা ধরনের সহিংসতা

অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও অনেক সম্ভাব্য প্রার্থী মামলার কারণে কারারুদ্ধ বা পলাতক রয়েছেন। অনেকেই মনে করেন যে, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে চলমান অস্থিরতা ও সহিংসতা অনেকটা প্রশমিত হতো এবং অপেক্ষাকৃতভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ বিরাজ করতো। ফলে অনেক সম্ভাব্য প্রার্থীই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেতেন এবং ভোটাররাও নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন। এমনি পরিস্থিতিতে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন আরও কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করবে বলেই অনেকে আশা করেছিলেন। তাই বিরাজমান অশান্ত পরিবেশে তড়িঘড়ি করে তিন সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা জনমনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি না করে পারে না।

কয়েক সপ্তাহ আগে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন যে, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় নির্বাচন এবং এসব নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের কোনো সুযোগ নেই। তা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-সহ আরও অনেকগুলো দলই ইতিমধ্যেই তাদের মেয়র পদপ্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে প্রচলিত বিধি-বিধানকেই উপেক্ষা করা হয়েছে, যা রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করারই চেষ্টা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব রয়েছে। এভাবে প্রচলিত বিধি-বিধানকে উপেক্ষা না করে দলীয়ভাবে নির্বাচন করতে হলে আইন করেই তা উচিত বলে আমরা মনে করি। তবে অভিজ্ঞতা বলে যে, নির্দলীয় নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ভোটারদের জন্য অনেক বেশি 'চয়েস' থাকে। ফলে তাদের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়ার বেশি সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন সাধনে সহায়তা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে।

বিদ্যমান 'সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা'র ৪ ধারা অনুযায়ী, 'কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখের ২১ দিন পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করিতে পারিবেন না।' কিন্তু আমরা লক্ষ করছি যে, কয়েকজন প্রার্থীর পক্ষ থেকে তিন সিটিতেই অসংখ্য বিলবোর্ড স্থাপন ও দেয়ালে পোস্টার সাটার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে, যা আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এক্ষেত্রেও তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ছিল সম্পূর্ণ নির্বাক। তবে ১৮ মার্চ তফসিল ঘোষণা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রচারণামূলক বিলবোর্ড ও পোস্টার অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর এ নির্দেশ সম্ভাব্য প্রার্থীরা মান্য করছেন বলে প্রতীয়মান হয় না। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ধরনের প্রচারণার সুযোগে ধনাঢ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত ব্যয়সীমার বাইরে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিমাণের অর্থ ব্যয় করতে পারেন, যা নির্বাচনী ক্ষেত্রকে অসমতল করে তোলে। এমন অসমতল ক্ষেত্র কম বিত্তবান প্রার্থীদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক।

নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক পন্থা, যার মাধ্যমে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারেন। তাই নির্বাচন বহু মতের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা বদলের উপায়। কিন্তু সে নির্বাচন যদি অযাচিতভাবে রাজনৈতিক দল ও টাকার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে নির্বাচনী ফলাফল প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এমন নির্বাচন সমস্যার সমাধান না করে নতুন করে সমস্যারই সৃষ্টি করে। তাই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের তাদের দায়িত্ব পালনে অনীহা নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তৈরি করাই স্বাভাবিক।

আমাদের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।' সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালনা যেমন, জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নাগরিকের সেবা প্রদান ও উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর ব্যত্যয় ঘটলে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়।

সুতরাং উপরোক্ত সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলা এবং সর্বস্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যাশা– সকলের অংশগ্রহণে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তফসিল ঘোষিত হওয়া তিনটি সিটি করপোরেশনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এই প্রত্যাশার কথা বিবেচনায় রেখে 'সুজন'-এর আহ্বান:

- **সরকারের প্রতি:** সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন।
- **রাজনৈতিক দলের প্রতি:** আইনগতভাবে নির্দলীয় এই নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন/সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকুন।
- **নির্বাচন কমিশনের প্রতি:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা পালন করুন। কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করুন। কেউ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। প্রয়োজনে নির্বাচনের পূর্বেই সেনাবাহিনী মোতায়েন করুন। প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় দাখিলকৃত যথাসময়ে আপনাদের ওয়েবসাইটে প্রচার ও প্রকাশ করুন।
- **মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের প্রতি:** সরকারি সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ এবং বিধিবহির্ভূতভাবে নির্দলীয় এ নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করা থেকে বিরত থাকুন।
- **সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি:** নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন। কোনো বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে বা দলের অনুগত হয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।

- **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিঃ** পক্ষপাতহীনভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবিলম্বে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করুন এবং সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করুন।
- **গণমাধ্যমের প্রতিঃ** প্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরুন, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দিতে পারেন।
- **নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের প্রতিঃ** সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তার লক্ষ্যে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করুন।
- **প্রার্থীদের প্রতিঃ** নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কেনা থেকে বিরত থাকুন। ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া থেকেও বিরত থাকুন।
- **সচেতন নাগরিকদের প্রতিঃ** সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীরা যাতে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন, এজন্য তাদের পক্ষে আওয়াজ তোলাসহ প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখুন।
- **ভোটারদের প্রতিঃ** ভোট প্রদানকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করুন। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপী, বিলখেলাপী, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোন অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেবেন না।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

উপরোক্ত আহ্বান জানানোর পাশাপাশি সংগঠন হিসেবে সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের স্বপক্ষে আওয়াজ তুলতে চাই, তবে তা কেনো নির্দিষ্ট প্রার্থীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নয়। এ লক্ষ্যে আমরা প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য সংগ্রহ, তুলনামূলক চিত্র তৈরি, ভোটারদের মাঝে বিতরণ ও ওয়েবসাইটে দেয়া, মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে'র আয়োজন, প্রার্থী প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন, নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচারণা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করবো।

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক বাংলাদেশে দীর্ঘদিন থেকেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচনী অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টায় অতীতে সবসময়ই আমরা গণমাধ্যমের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি। আশা করি, আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখেও আপনারা আমাদের বক্তব্যগুলো জনগণের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরবেন।

পরিশেষে,

''আমার ভোট আমি দেব
জেনে-শুনে-বুঝে দেব
সৎ-যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীকে দেব''

এই চেতনায় বলীয়ান হয়ে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, এই প্রত্যাশায় শেষ করছি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকায় আপনাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

৩/৭ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৮১২-৭৯৭৫, ফ্যাক্স: ৮১১-৬৮১২,
ওয়েব-সাইট: www.shujan.org ও www.votebd.org